তানযিম কায়িদাতুল জিহাদ ফি জাজিরাতুল আরব

আফগানিস্তানের বিজয় ও নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তালিবানের প্রতি শুভেচ্ছা বার্তা

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا الظالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين.

হামদ ও সালাতের পর-

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا . يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا . وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকতৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।" (সূরা নূর: ৫৫)

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

আমরা উষ্ণ সংবর্ধনা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি, আমীরুল মু'মিনীন শাইখুল হাদীস হেবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ হাফিজাহুল্লাহকে এবং ইমারাতে ইসলামিয়া ও

পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সকল মুজাহিদকে। সেই সঙ্গে আমরা সমস্ত মুসলিম উম্মাহকেও এই সুস্পষ্ট বিজয়ের মোবারকবাদ জানাচ্ছি, যা আমাদের তালিবান মুজাহিদ ভাইগণ আল্লাহর রহমতে অর্জন করেছেন। এই বিজয়ের মাধ্যমে মু'মিনগণ আনন্দিত হয়েছেন এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করেছে। অপরদিকে ইসলামের শত্রু ও চিহ্নিত মুনাফিকেরা এতে ক্রোধে ফেটে পড়েছে।

অবশেষে পশ্চিমা ক্রুসেডার ও বিশ্ব কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ দু' দশকের প্রতিরোধমূলক লড়াইয়ের মাধ্যমে আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্ন আফগান জাতি মহান বিজয় লাভ করেছে ও ক্রুসেডারদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও বিশ্ব কুফরি শক্তির সমাধি রচিত হয়েছে। আফগানের এই পাথুরে ভূমিতে কুফফার যোদ্ধাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে তারা হীনমন্যতা ও ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে পশ্চাদপসরণ করেছে। এটিই সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, গত তিন দশক পূর্বে যা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঘটেছিলো। তারা তখন আফগানে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়ে সেনা প্রত্যাহার করেছিলো।

তারপর আসলো আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের পালা। আজ তারাও সেখান থেকে পরাজয়, অক্ষমতা ও হতাশার সাথে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে এবং আল্লাহর সাহায্যে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। তাদের সামরিক শক্তি, দু:সাহসী বাহিনী, উন্নত টেকনোলজি এবং তাদের বিভিন্ন থিংকট্যাক তাদের কোনই কাজে আসে নি। বরং আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের স্রোতে সবই ভেসে গিয়েছে।

আলহামদু লিল্লাহ! তালিবান মুজাহিদগণ (আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন) গত কয়েক দশক ধরে দ্বীন, আদর্শ ও আত্মমর্যাদাবোধের সাথে নিজেদের মুসলিম ভাইদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দুর্লভ। কঠোর আত্মমর্যাদাবোধ এবং দ্বীনের প্রতি তাদের দৃঢ় আনুগত্যের কারণে তারা কুফফার শক্তির কাছে নিজেদের ভাইদের তুলে দেন নি, তাদের লাঞ্ছিত করে দূরে ঠেলে দেন নি, তাদের সাথে কখনোই সম্পর্কচ্ছেদের মতো আচরণ

করেন নি। সাথে সাথে এই কঠিন মুহূর্তে তারা তাদের মূলনীতি ও আদর্শ থেকে চুল পরিমাণও সরে দাঁড়ান নি। আল্লাহর জন্যই তাদের এই কর্ম প্রচেষ্টা, সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই তাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন।

আমরা আশা করছি, তালিবানদের এই বিজয়, নেতৃত্ব গ্রহণ ও ঐতিহাসিক নব উত্থান আগামীতে আল্লাহর ইচ্ছায় বহু বিজয়ের অবতারণা হিসেবে প্রমাণিত হবে। আর এ বছরটি উম্মাহর সমকালীন ইতিহাসে একটি যুগসন্ধিক্ষণ বলে প্রমাণিত হবে, সময়ের যে মোহনা থেকে উম্মাহ অগ্রসর হয়ে নবজাগরণ, নেতৃত্ব গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা লাভের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, আর পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে দেবে। এখন থেকে তারা তাগুতগোষ্ঠীকে তাড়িয়ে বেড়াবে এবং মুসলিম ভূখণ্ডগুলো থেকে আগ্রাসী শত্রুদেরকে বিতাড়িত করে ছাড়বে। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার কৃত ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করবে।

নিশ্চয়ই এই বিজয় এবং মুজাহিদদের নেতৃত্ব গ্রহণ আমাদের এই বার্তা দেয় যে, অধিকার আদায়, দখলদারদের বিতাড়ন, আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করণ এবং উম্মাহর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য একমাত্র জিহাদ ও কিতালই শরয়ী ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি। অধিকাংশ আয়াতে কারীমা, হাদীস শরীফ ও শরয়ী নুসূস থেকে এটি প্রতীয়মান হয়। ঠিক তেমনি জাগতিক রীতি-নীতি ও ময়দানের বাস্তব অভিজ্ঞতাও এটির প্রমাণ বহন করে।

অন্যদিকে গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা ও সন্ধি-সমঝোতার পন্থা অবলম্বন বাস্তবিকপক্ষে প্রতারণার মরীচিকা, অস্থায়ী ছায়া ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা বৈ কিছু নয়। বাস্তবে যেগুলোর কোন ফলাফল নেই; যেখান থেকে পথচলা শুরু দিন শেষে সেখানেই ফিরে আসা।

সুতরাং আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এই কামনা করি যে, তিনি আমাদের তালিবান মুজাহিদ ভাইদেরসহ অন্য সকলকে তাঁর শরীয়াহ বাস্তবায়ন এবং আলওয়ালা ওয়াল বারা' এর আকীদা প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক দান করুন! কোন নিন্দুকের নিন্দা যেন আল্লাহর দ্বীনের পথে তাদেরকে কুণ্ঠিত না করে।

তেমনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যেন এই উম্মতের জন্য সঠিক বিষয়টি তিনি সুনিশ্চিত করেন, যার মাধ্যমে মু'মিনদের সম্মান ফিরে আসবে এবং কুফর ও পাপাচারীরা লাঞ্ছিত হবে; যেখানে কল্যাণের আদেশ করা হবে এবং অকল্যাণ প্রতিরোধ করা হবে।

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

তানযিম কায়িদাতুল জিহাদ ফি জাজিরাতুল আরব

(আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা)

১০ মুহাররম ১৪৪৩ হিজরী - ১৮ আগস্ট ২০২১ ঈসায়ী

****

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AL HIKMAH MEDIA